সংবাদ

তারিখ 27 JUL 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি নীতিমালা লঙ্ঘন [redacted]

জামালগঞ্জে বিদ্যালয়গুলোতে চলছে রমরমা কোচিংবাণিজ্য

প্রতিনিধি, জামালগঞ্জ (সুনামগঞ্জ)

সরকারি নীতিমালা উপেক্ষা করে রমরমা কোচিংবাণিজ্যের কারণে ব্যাহত হচ্ছে জামালগঞ্জের শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে অতীতের তুলনায় জামালগঞ্জের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ফলাফল দিন দিন নিচের দিকে নেমে আসছে। এজন্য এলাকাবাসী ও অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের দুর্বল ম্যানেজিং কমিটিগুলোকেও দায়ী করছেন। বর্তমানে শিক্ষকরা তাদের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট পড়ানোটাকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। এছাড়া সরকার ছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার্থে বেতন কমিয়ে উপবৃত্তির ব্যবস্থা করলেও বর্তমানে শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে বাধ্য করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জামালগঞ্জের বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে রমজান মাসের ছুটির দিনেও ৮ম ও ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য কোচিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে।

কয়েকটি বিদ্যালয়ে সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, জামালগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও সাচনা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য এই বিশেষ কোচিং ব্যবসা চালু করা হয়েছে। এতে শারীরিক শিক্ষা, চারুকলা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কৃষি শিক্ষাকে ও কোচিং এর আওতায় এনেছেন শিক্ষকরা। যেখানে গণিত ও ইংরেজি সাহিত্যের বিষয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরাই দুর্বল। কিন্তু সেখানে এই ধরনের বিষয়গুলোর উপর নজর না দিয়ে সহজ বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে বিশেষ কোচিং ব্যবস্থার নামে নতুন ব্যবসার ফাঁদ পেতেছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সেই সঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এ কোচিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোচিং ফি বাবদ প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জামালগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫০০, জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ৫০০ ও সাচনা বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩০০ টাকা সর্বনিম্ন হারে আদায় করা হচ্ছে। এতে করে গরিব অসহায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী জানায়, কোনো কারণে যদি এই কোচিং শিক্ষার্থী নাও করে তার পরেও তাদের এই সম্পূর্ণ ফিসের টাকা দিতে হবে। এই কোচিং ব্যবসার মাঝে শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রায় প্রতিদিনই ফটোকপি সিট (স্যাম্প নোট, প্রশ্নপত্র, সাজেশন) ১ টাকা মূল্যের ফটোকপির পৃষ্ঠা সর্বোচ্চ ৭ টাকা হারে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করছে।

শিক্ষার্থী আরও জানায়, ক্লাসমেটের কাছ থেকে সিট সংগ্রহ করে নিজ খরচে সিট সংগ্রহ করতে চাইলে অনেক শিক্ষক তা বাধা প্রদান করে। কোচিং বাণিজ্যের বিষয়ে এক গরিব অভিভাবক বলেন, আমরা গরিব অসহায় সম্বলহীন মানুষ আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরাই আমরা এত টাকা কোথায় থেকে জোগাড় করব এ রকম হইলে টাকার অভাবে ছেলে মেয়ের লেখা পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। জামালগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিধান ভূষণ চক্রবর্তীর কাছে বাধ্যতামূলক কোচিং ব্যবসার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অভিভাবকদের সঙ্গে কোন আলোচনা হয়নি, ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জামালগঞ্জ মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফুর রহমান বলেন, বর্তমানে প্রাইভেট বন্ধ, কমিটির অনুমতি নিয়ে সরকারি হিসেবের চেয়েও আমরা ছাত্রদের কাছ থেকে কম ফিস নিচ্ছি।

জামালগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রেজাউল করিম শামীম জানালেন, আমাদের কমিটির কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছে, কিন্তু প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে নেয়ার বিষয়টি তিনি জানেন না বলে জানান।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার গোলাম রব্বানী মজুমদার জানান, সরকারিভাবে সকল বিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছে। বিশেষ কোচিংয়ের ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন অনুমতি দেয়া হয় নাই।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম শফি কামাল বলেন, সরকারি নীতি মালায় অভিভাবকেরা চাইলে স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ে ১০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী পড়ানোর কোন নিয়ম নেই। এক সঙ্গে এত ছাত্রছাত্রী পড়ানোর ও টাকা নেয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।